কুষ্ঠরোগী শুচি হল

মার্ক ১: ৪০-৪৫ #42

আমি যীশুর সময়ের লোক এবং আমি আমার জীবনের কঠিন সময়গুলোকে আজও ভুলি নি। কিন্তু সেইদিন ঈশ্বর আমাকে দ্বিতীয়বার সুযোগ পেয়েছিলাম যেদিন আমি যীশুর সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। ঘটনাটা এরকম ঘটেছিল।

আমার কুষ্ঠরোগ হয়েছিল। শুরু শুরুতে আমার শরীরে কিছু কিছু জায়গায় সাদা ছোপছোপ দাগ হয়েছিল, আর সেগুলো আমি জামাকাপড়ের আড়ালে লুকিয়ে রাখতাম। কিন্তু যখন আরো বেশী করে সেগুলো দেখা দিল আমি ভয় পেয়ে গেলাম। আমার মুখে দেখা দিল। লোকেরা সেগুলো দেখে বলল, "তুমি গিয়ে যাজককে এগুলো দেখাও"। আমাদের শাস্ত্রে এটা করার কথা বলা আছে। যাজক যদি বলেন এটা কুষ্ঠ তাহলে অশুচিদের খাতায় আমার নাম উঠে যাবে আর আমাকে সকলের থেকে পৃথক হয়ে থাকতে হবে। আমি সেদিন খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আমি আমার নাম, পরিবার, বাড়ি, সম্মান, ভবিষ্যৎ সব সঙ্গে করে সমাজগৃহে উপস্থিত হয়েছিলাম। আমি সে সবই হারিয়ে সেখান থেকে বের হলাম – আমি কুষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত হলাম। সেদিন থেকে সকলে আমাকে কুষ্ঠী পরিচয়েই চেনে। আমি আর বাড়ি ফিরতে পারি নি। আমাকে আমার পেশা ছাড়তে হয়েছিল – আমার ভবিষ্যৎ বলতে পড়েছিল কেবল অসুস্থতা আর তারপর

এট ভয়ংকর। এইভাবে আশাবিহীনভাবে একটা মানুষ বাঁচতে পারে না। আমার হাতে এখন অনেক সময় আর আমি শাস্ত্র খুঁজতে শুরু করলাম। আমি সেখানে একটা কিছু খুঁজে পেলাম যা আমার ভয়কে একটু শান্ত করল। মোশি আজ্ঞা দিয়েছিলেন যে শিবিরের যে কেউ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হলে সে 'অশুচি'। যারা অবাধ্য তাদের জন্য এই রোগটা ছিল শাস্তিস্বরূপ – যেমন মোশির বোন মিরিয়াম। মহান ভাববাদী ইলীশায়ের ভৃত্য মিথ্যাকথা বলেছিল ও লোভ করেছিল বলে তার কুষ্ঠরোগ হয়েছিল। রাজা উষিয়, যিনি যাজকের যেটা করণীয় সেই কাজটা জোর করে নিজে করেছিলেন আর তার কুষ্ঠ হযেছিল ও তিনি মারা গিয়েছিলেন। আমার খুব ভয় হচ্ছিল। এইরকম নামজাদা ব্যক্তিসব আর আমি তো তুচ্ছ। আমার এই যে রোগ এটাও কি আমার শাস্তি? যদি তাই হয় তাহলে আমি কি করেছি? আমি তো তাহলে সকলের চেয়ে খারাপ। আমাকে আরো অনেক ভাবতে হবে।

আমি একটা সামান্য আশা দেখতে পেলাম। আমাদের শাস্ত্রে মশীহের সম্বন্ধে একটা কিছু বলা আছে। মশীহের একটা চিহ্ন হল যে তিনি রোগ থেকে আরোগ্য করবেন। এই জায়গাটা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। যদি মশীহ এসে থাকেন আর তিনি যদি আমাকে স্পর্শ করেন তাহলে আমি ভাল হয়ে যাব আর তাঁর সেই কাজ দেখে সকলে জানবে যে তিনি মশীহ। না – দাঁড়াও - বাস্তবে ফিরে আসা যাক – বাস্তব কোনকিছু একেবারেই আশাবিহীন হতে পারে না – আমি স্বপ্ন দেখতে লাগলাম - আঃ কি ভাল লাগছে - কিছু মূহুর্তের জন্য।

বাইরের কোন খবরাখবর আমার পক্ষে পাওয়া কঠিন কারণ আমি সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন। আমি একটা গুজব শুনতে পেলাম গালীল থেকে যীশু নামের কোন এক ব্যক্তি এদিকে আসছেন। তিনি অনেককে সুস্থ করছেন। এটা কি সত্যি? আমাকে জানতে হবে। আমার হারানোর কিছু নেই – প্রত্যাখ্যান ছাড়া, কেউ আমার দ্বারা সংক্রামিত হতে চায় না। একজন দন্ডগ্রস্ত মানুষের হারানোর আর কি আছে।

আমি লোকেদের কানাঘুষো শুনতে শুনতে তাদের অনুসরণ করলাম যেখানে যীশু আছে সেই দিকে। এটাই সহজ রাস্তা। বহু মানুষ তাঁর চারপাশে ভিড় করে আছে। প্রত্যেকেই আমার মত কুষ্ঠরোগীর দ্বারা বিতাড়িত। এটা একটা সামাজিক বাধা। এরওপর মানসিক বাধাও আছে। যীশুর মত একজন জনপ্রিয় ব্যক্তি আমার প্রতি কেন আগ্রহ দেখাবেন? বছরের পর বছর ধরে "চলে যাও", "দূর হয়ে যাও", "অশুচি" এই শব্দগুলো আমি শুনে এসেছি। আর এগুলো আমাকে ক্রমশঃ আরো হতাশাগ্রস্ত করে তুলেছে – আমি নিজেকে বলেছি 'তুমি হেরে গেছো'। আর ভেবে লাভ নেই।

কিন্তু অন্য আর একটি চিন্তা মাথায় এল। কেন ভাবব না? আমার তো হারানোর কিছু নেই। যীশুর কাছাকাছি গেলে আমি কি করব তা আমি মনে মনে অনেকবার ভেবে রেখেছি। ভিক্ষা চাওয়া আমার বিশেষ গুণ। এ বিষয়ে আমার দক্ষতা আছে। কিন্তু আরো বেশী সন্দেহ হচ্ছে কারণ যাজকেরা তো আমাকে অভিশপ্ত ছাড়া আর কিছু ভাবে না তাহলে যীশুর মতো একজন পবিত্র ব্যক্তি আমাকে কি বলবে? ঈশ্বরও তো কুষ্ঠরোগীকে পাপী বলেছেন। এত ভাবছি কেন – আমার হারানোর আর কি আছে। চেষ্টা করেই দেখি।

ঠিক করলাম সমাজগৃহের বাইরে আমি রাস্তায় অপেক্ষা করব, যীশু ওইখানেই আছেন। ধীরে ধীরে জনতার ভিড় বাড়তে লাগল। যীশু তাদের সঙ্গেই আছেন। নিজেকে সাহস দিয়ে বললাম, 'যাও এগিয়ে যাও', 'সাহস কর'। আমি কোনভাবে এগিয়ে গেলাম। জনতার মধ্য থেকে আওয়াজ উঠল 'দূর হও'। আমি কান দিলাম না। আমি সুস্থ হতে চাই। আমি একেবারে যীশুর সামনের সারিতে গিয়ে বসলাম। একটা মজার ঘটনা ঘটল। লোকেরা আমার ছোঁয়া লাগার ভয়ে দুভাগে ভাগ হয়ে সরে গেল। এই প্রথমবার একজন কুষ্ঠী হিসাবে আমি যেন একটু সুবিধা পেলাম বলে মনে হচ্ছে। যীশু একবারে আমার সামনে। আমি নতজানু হয়ে বিনতি করলাম, "যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তবে আমায় শুচি করুন"। সময় থেমে গেল। আগে থেকে কত ভাবার পর শুধু এটুকুই আমি বলতে পারলাম। অন্য আর কিছু নয়। আমার মনে হল আমার কোন কিছু আর গোপন নেই। সমগ্র জনতা প্রত্যাখ্যানের দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এটা কত অপমানজনক। আমি কুষ্ঠীদের জন্য সকল সামাজিক বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করেছি।

যীশু সোজাসুজি আমার দিকে দেখলেন। তাঁর মুখের দিকে তাকানোর সাহস আমার নেই। আমি যা দেখছি এর থেকে স্বপ্ন দেখাও বোধহয় সহজ। তাঁর হাসিময় মুখে কোনও বিচার বা সমালোচনা নেই। তাঁর উজ্জ্বল মুখমন্ডল বেয়ে হৃদয়ের গভীর থেকে আমার জন্য যেন এক অদ্ভুত করুণা ঝরে পড়ছে। তারপর তিনি তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে। আমি মাথাটা সরিয়ে নিলাম যেন আমার ছোঁয়া তাঁর লেগে না যায়। কেউ তো কুষ্ঠীকে ছুঁতে চায় না। কিন্তু যীশুর হাত আমাকে স্পর্শ করল, আমার কুষ্ঠধরা ত্বক তাঁর ছোঁয়া পেল – তাঁর হাত আমার শরীরে। তিনি বললেন, "আমি চাই তুমি শুচি হও"। এটা স্বপ্ন নয়, সত্যি। আমার শীতল অন্তর তাঁর প্রেমের উষ্ণতা অনুভব করল। কেবল আমার অন্তর নয়, আমার ত্বক, - সেটা শুচি হয়ে গেছে। আমি ভালো হয়ে গেছি। কত দ্রুত এটা ঘটে গেল। আমার শরীরের ত্বক নূতন হয়ে গেল। আমার এতদিনের বেদনাহত হৃদয় যীশুর প্রেমের উষ্ণ ছোঁয়ায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল। কত সুন্দর এটা। আমি আজ সুস্থ। আমি কুষ্ঠরোগ মুক্ত। আমি আবার আমর পুরানো জীবনে, আমার বাড়িতে, আমার সমাজে ফিরে যেতে পারব। আমি আবার সবকিছু পুনরায় ফিরে পাব।
কিন্তু যীশু আমাকে যেন আরো কিছু বলতে চাইছেন।

"এ কথা কাউকে বোলো না। কিন্তু তুমি গিয়ে নিজেকে যাজকদের দেখাও এবং মোশি যে উৎসর্গ করার আজ্ঞা দিয়েছেন তা কর, তাদের কাছে এ বিষয়ে সাক্ষ্য দাও"। একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার সামনে একটা দ্বিমুখী পথ ভেসে উঠল। আমার নিজের ভিতরটা যেন চীৎকার করে বলতে চাইছে যে আমি সুস্থ – আমার হারিয়ে যাওয়া সবকিছু ফিরে পেতে আমার আর তর সইছে না। কিন্তু যে কর্তৃত্বে তিনি আমাকে সুস্থ করেছেন সেই কর্তৃত্বে তিনি আমাকে আজ্ঞা দিয়েছেন আমি যেন গিয়ে যাজকদের দেখাই। আমি যেতে চাই না। কুষ্ঠি হিসাবে তাদের খাতায় আমার নাম আছে। কত দীর্ঘ প্রতিক্ষার বিষয় – লাইন দিতে হবে, যখন আমার পালা আসবে তারা পরীক্ষা করবে – খুব বিরক্তিকর। তারপর মোশির আজ্ঞামত পশু উৎসর্গ করতে হবে। অনেক সময়ের ব্যাপার। আমি নিজে থেকেই তো এটা করতে পারি। এত দীর্ঘ সময় ধরে এগুলো করার কি অর্থ। আমি কি করব? আমি তো আনন্দে ভাসছি। চীৎকার করে সকলকে বলতে ইচ্ছ করছে যে আমি ভালো হয়ে গেছি। কিন্তু যীশু যে আজ্ঞা করেছেন সেটাই তো চিরাচরিত বিধি, কুষ্ঠরোগ থেকে শুচী হওয়ার পর। আমি অজুহাতবশে ভাবলাম, যদি যাজক নিজে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিহীন হন? কিন্তু যীশু যে কোন অজুহাত পছন্দ করেন

কি করব – আমি যেটা চাইছি সেটা নাকি যীশু যা বলেছেন সেটা। আমি বুঝতে পারি নি যীশুর বলার পেছনে অনেক বড় কারণ আছে। একটা কারণ, আমাদের শাস্ত্রে এটা করার কথা বলা আছে। আমাকে শাস্ত্র মানতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, আমি গেলে যাজক যীশুর সম্পর্কে জানতে পারবে এবং বুঝতে পারবে যে যীশুর শক্তি আমার মধ্যে কাজ করেছে আর এতে হয়ত যাজকও যীশুকে বিশ্বাস করবে। আমাকে যীশুর জন্য সাক্ষী হতে হবে। তৃতীয় কারণ, এতে যীশু আরো বেশীদিন আমাদের অঞ্চলে থাকতে

পারবেন। আমি যাজকদের কাছে গেলে সকলে দৃষ্টি যীশুর দিকে যাবে আর তিনি আমাদের মাঝে আরো বেশী কাজ করতে পারবেন। আমি আমার প্রভু যীশুর আজ্ঞাবহ হয়ে আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে চাই।

দূর্ভাগ্যবশতঃ, আমি নিজের পথেই চলে গেলাম। আমি কিভাবে সুস্থ হয়েছি তা আমি সকলকে বলে বেড়াতে লাগলাম। খুব শীঘ্রই সারা শহরে আমার কথা রটে গেল। "কে সুস্থ করেছে?" "যীশু"। বহু মানুষ তাঁকে দেখার জন্য গেল। এর ফলে যীশু আমাদের শহরে আর প্রবেশ করতে পারলেন না। শহরের বাইরে নির্জন কোন স্থানে তাঁকে থাকতে হল। আমিই সব গন্ডগোল করে ফেলেছি।

আমি এখন বুঝেছি যে যীশু আমাকে শারিরীক সুস্থতার চেয়ে আরো বেশীকিছু দিতে চেয়েছিলেন। যীশুর পথ সংকীর্ণ, সেই পথ হল তাঁর প্রতি বাধ্যতার । তিনি চেয়েছিলেন আমি যেন সেই পথ অনুসরণ করি। আমি নিজের পথে চলে তাঁর পথকে অগ্রাহ্য করেছি, তাঁর অবাধ্য হয়েছি।
আমি আমার পূরাতন জীবন ফিরে পেতে চেয়েছিলাম। তিনি আমাকে নূতন জীবন দিতে চেয়েছিলেন।
আমি সমাজের চিরাচরিত প্রথাকে এড়াতে চেয়েছিলাম আর তিনি সেই প্রথাকে মান্যতা দিয়েছিলেন যেন তা তাঁর মহান উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করে।
আমি একটা সুস্থ শরীর পেতে চেয়েছিলাম আর তিনি চেয়েছিলেন বাধ্যতার আত্মা।
আমি প্রচারের আলো চেয়েছিলাম। আর তিনি কিছুক্ষণের জন্য আমাকে অন্তরালে রাখতে চেয়েছিলেন।
আমি চেয়েছিলাম তাৎক্ষণিক পরিতৃপ্তি। তাঁর পথ ছিল সময়ের সঙ্গে প্রক্রিয়ালব্ধ।

এটা আশ্চর্যের যে যীশু আমাকে সুস্থ করতে বিরক্ত বোধ করেছিলেন কিনা। কিন্তু তিনি আমাকে আরোগ্য করেছিলেন। আমার অবাধ্যতা তাঁকে বিঘ্ন দিয়েছিল কিন্তু তিনি তা অগ্রাহ্য করে পরবর্তী স্থানে চলে গিয়েছিলেন ঈশ্বরের কাজ করার জন্য।

কুষ্ঠরোগী সুস্থ হল "বাস্তব প্রশ্নাবলী"
1.

1. লোকটির কি রোগ হয়েছিল ?
2. কি রোগ হয়েছিল তা বোঝার জন্য সে কার কাছে গিয়েছিল ?
3. লোকে তাকে কি নাম দিয়েছিল ?
4. কুষ্ঠরোগ কি কারণে হয় বলে লোকে বিশ্বাস করত ?
5. কুষ্ঠীর প্রতি জনতার মনোভাব কেমন ছিল ?
6. তার প্রতি যীশুর মনোভাব কেমন ছিল ?
7. যীশুর সাহায্য পাবার জন্য লোকটি তার কোন গুণকে কাজে লাগিয়েছিল ?
8. কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্ত হওয়ার পর ধর্মীয় কোন রীতি মানতে হত ?
9. সুস্থ হয়ে যাওয়ার পর যীশু লোকটির কাছে কি প্রত্যাশা করেছিলেন ?
10. সমাজের কোন নিয়মকে যীশু মান্যতা দিয়েছিলেন ?

ভিক্ষা করা	করুণা	চিরাচরিত	উৎসর্গ	কুষ্ঠী
কুষ্ঠরোগ	বাধ্যতা	শাস্তি	যাজক	বিতাড়িত

	গল্প থেকে প্রশ্ন	ব্যক্তিগত প্রশ্নাবলী
2.	কুষ্ঠরোগের বিষয়টি এত খারাপ কেন ?	আপনার প্রতি খারাপ কি ঘটেছে ?
3.	কিভাবে সে তার কল্পনা থেকে 'অব্যাহতি' পেয়েছিল ?	আপনি কোন অবাস্তব ধারণার বশবর্তী হয়ে আছেন ?
4.	লোকটির সমাজে কুষ্ঠরোগীদের প্রতি চিরাচরিত কোন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখা হত ?	আপনার পরিস্থিতিতে সমাজের লোকেরা আপনার প্রতি কি দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখে ?
5.	যীশুর সাহায্য পাবার জন্য লোকটি কি কি পদক্ষেপ নিয়েছিল ?	যীশুর সাহায্য পাবার জন্য আপনি কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন ?
6.	যীশু কিভাবে তাকে সাহায্য করেছিলেন ?	যীশু কিভাবে আপনাকে সাহায্য করেন ?
7.	যীশু কেন তাকে যাজকদের কাছে যেতে বলেছিলেন ?	যীশু আপনাকে কি করতে বলেন ?
8.	কেমন ধরণের নতুন জীবন যীশু তাকে দিতে চেয়েছিলেন ?	কেমন ধরণের নতুন জীবন যীশু আপনাকে দিতে চান ?
9.	সে কোন বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়েছিল ?	আপনি কোন বিষয়কে অগ্রাধিকার দেন ?
10	যীশু তার জীবনে কি করতে পারেন বলে সে বিশ্বাস করেছিল ?	যীশু আপনার জীবনে কি করতে পারেন বলে আপনি বিশ্বাস করেছিল ?